Page No.
Date :

4. স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন গঠনের ভূমিকা এবং সমস্যা।

মূলধন গঠন বলতে আমরা কি বুঝি প্রথমে আমাদের তা বোঝা দরকার। মূলধন গঠন প্রক্রিয়াকে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির জন্য দেশের প্রকৃত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। দ্বিতীয়, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই বর্ধিত সঞ্চয়কে সংগ্রহ করা দরকার। তৃতীয়ত: সংগৃহীত সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা দরকার, অর্থাৎ সংগৃহীত সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করা দরকার। এই বিনিয়োগকে প্রণীত মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের নিয়োগ করতে হবে।

কোন একটি দেশের মূলধন গঠনের উৎসগুলি আবার তিন ভাবে হতে পারে। প্রথমত, আভ্যন্তরিন সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বিতীয়ত, বিদেশ থেকে মূলধন আমদানির মাধ্যমে তৃতীয়ত বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে উদ্বৃত্ত অর্জন করে সেই উদ্বৃত্তের মাধ্যমে ও মূলধন গঠন হতে পারে।

মূলধনের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এইটি মানুষের তৈরি বা সৃষ্টি দ্বিতীয়ত, মূলধন মানুষের ভোগের কাজে ব্যবহৃত হয় না। মূলধনের তিনটি শ্রেণী রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন, সামাজিক মূলধন এবং মানবিক মূলধন এই তিন রকম।

মূলধনের গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দু ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত, মূলধন গঠন বা নীট বিনিয়োগ দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নীট বিনিয়োগ ধনাত্মক হলে দেশের মূলধনের পরিমান বৃদ্ধি পায়। মূলধনের পরিমান বৃদ্ধি পেলে দেশের মোট দ্রব্যসামগ্রীর পরিমান বৃদ্ধি পায়, একে উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টিকারী (capacity creating effect) বলে।

মূলধন গঠনের ফলে দেশ আর্থিক পরিমানে দ্রব্য-সামগ্রীর যোগান দিতে পারে। ফলে সম্ভাব্য যোগানের পরিমান বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা কম থাকলে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকবে।

দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ যে শুধুমাত্র দেশের উৎপাদন ক্ষমতাকেই বাড়ায় তা নয়, বিনিয়োগ দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদাকে বৃদ্ধি করে। ফলে নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং তখন

Pampa Sankar

Contd - 21

Page No.
Date :

একটি গুনক প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়, গুনক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি পায়, আয় বৃদ্ধি পেলে দেশের দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়, একে বলে চাহিদা-সৃষ্টিকারী প্রভাব বা Demand creating effect.

রাষ্ট্রের নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে এই দুটি প্রভাব একসঙ্গে কাজ করছে। এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং দ্বিমুখী প্রভাবের মাধ্যমে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করছে।

1) বিনিয়োগ বৃদ্ধি → উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি → দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি

2) বিনিয়োগ বৃদ্ধি → আয় বৃদ্ধি → দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি.

উৎপাদনের উপাদান সমূহের (যথা - জমি, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, মূলধন, সংগঠন) উৎপাদন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্র মূলধনের এবং যথা আধুনিক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল। মূলধন বলতে এখানে শুধু মাত্র বেসরকারি কল কারখানা, যানবাহন, যন্ত্র-পাতি নয় এবং ব্রিজ, রেল ওয়ে, হাই ওয়ে, শ্রমিক জন্য বসতি এবং বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, প্রভৃতি যা সরকারী মূলধন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সুষ্ঠু সরকারী ও বেসরকারী মূলধনের আধুনিক গঠনের উপর নির্ভর করে। যদিও বেশীর ভাগ অনুন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার অত্যন্ত কম থাকে এর ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটতে অসুবিধা হয়, মূলধন গঠন বিভিন্ন কারণে এখানে বাধা প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ ছবি পাওয়া যাবে দারিদ্র্য দুষ্টচক্রের মাধ্যমে; অধ্যাপক নার্কস এর মতে স্বল্পোন্নত দেশগুলির মূলধনের স্বল্পতার কারণের উৎপত্তির ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি, তার মতে যে সব দেশগুলিতে কতগুলি শক্তি কাজ করে, ফলে দেশগুলি পিছিয়ে থেকে যায়, এখানে চার রকমের দুষ্টচক্র দেখা যায়.

① মূলধনের যোগানের দিক থেকে দুষ্টচক্র
② মূলধনের চাহিদার দিক থেকে দুষ্টচক্র
③ বাজার নির্ভরশীল দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুষ্টচক্র
④ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুষ্টচক্র।

Pampa Sarkar.

contd- 22

Page No.
Date :

এই চার প্রকার দুষ্টচক্র এক সঙ্গে কার্যকরী হয়ে দেশে দারিদ্র্য দুষ্টচক্র তৈরি করে যার ফলে দেশ অনুন্নতি থেকে উন্নতি করতে পারে না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা → স্বল্পোন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় সেগুলিকেই বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল – দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দুষ্টচক্রের শক্তি, মূলধনের অপ্রতুলতা, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ, শিল্প বিপ্লবের প্রকৃতির অভাব, বাণিজ্য কৃতকৌশল প্রয়োগ করার অসুবিধা, বন্যার প্রভাব, ভৌগোলিক প্রভাব ও আবহাওয়া বাধা, অন্যান্য বাধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য – সুদক্ষ ও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সাহসী ব্যক্তির অভাব, উচ্চ প্রযুক্তিকৌশলের অভাব, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, উন্নত সেচ-ব্যবস্থা হওয়ার অভাব, উন্নত ব্যাঙ্ক ও ঋণ ব্যবস্থার অভাব, স্থিতিশীল সরকারের অভাব, শিক্ষার অভাব, জাতিভেদ প্রথা ও ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি কুসংস্কারের উপস্থিতি ইত্যাদি। এই সমস্ত বাধার ফলে অনুন্নত দেশ অনুন্নতই থেকে যায়।

Pampa Sarkar.